

যে সিনেমা আসছে



যে সিনেমা আসছে



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, ষষ্ঠ সংখ্যা, মঙ্গলবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ১৪, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ১

ইউপিআই

এবারে চলবে

উজবেকিস্তানে

নয়াদিগ্লি: উজবেকিস্তানে ভারতীয় ইউনিফায়েড পেমেণ্টস ইন্টারফেস বা ইউপিআই-এর আন্তর্জাতিক পরিসর আরও বিস্তৃত হতে চলেছে। ভারতীয় পর্যটক, ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী এবং পড়ুয়াদের জন্য উজবেকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে সরাসরি মার্চেন্ট পেমেণ্টের সুযোগ তৈরি করতে এনপিসিআই ইন্টারন্যাশনাল পেমেণ্টস লিমিটেড (এনআইপিএল) এবং উজবেকিস্তানের জাতীয় পেমেণ্ট সিস্টেম পরিচালনাকারী ন্যাশনাল ইন্টারব্যাঙ্ক প্রেসেসিং সেন্টার (এনআইপিএস)-এর মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছে।

৩০ অগস্ট স্বাক্ষরিত এই চুক্তির ফলে ভারতীয়রা তাঁদের পরিচিত ইউপিআই-সক্ষম অ্যাপ ব্যবহার করে উজবেকিস্তানের জাতীয় ইন্টারঅপারেবল কিউআর কোড ইউজডকিউআর স্ক্যান করে সরাসরি বিভিন্ন দোকান ও পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থপ্রদান করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উজবেকিস্তান সফরের সময় এই অংশীদারিত্বের ঘোষণা করা হয়।

ভারতের ন্যাশনাল পেমেণ্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)-এর আন্তর্জাতিক শাখা এনআইপিএল এবং উজবেকিস্তানের জাতীয় পেমেণ্ট সিস্টেম হুমো-র মধ্যে এই সহযোগিতা দু'দেশের ডিজিটাল পেমেণ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে সংযোগ আরও শক্তিশালী করবে। চুক্তিটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে

দ্বিতীয় পাতায়

নৌবাহিনীতে নিপুণ

মুম্বই: গভীর সমুদ্রের ডাইভিং, জলের তলায় বিভিন্ন ধরনের অভিযান এবং সাবমেরিন উদ্ধারের সক্ষমতা আরও বাড়ল ভারতীয় নৌবাহিনীর। সোমবার মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে ভারতীয় নৌবাহিনীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিশন করা হল আইএনএস নিপুণ। এটি নিস্তার শ্রেণির দ্বিতীয় ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল (ডিএসভি)। কমিশনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন এবং ওয়েস্টার্ন ন্যাভাল কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বাতসায়ন। অনুষ্ঠানে নৌবাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেডের প্রতিনিধিরা, প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিক, বিশিষ্ট অতিথি এবং জাহাজটির ক্রু সদস্যদের পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেড (এইচএসএল), বিশুখাপত্তনমে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নকশা ও নির্মাণ করা হয়েছে আইএনএস নিপুণকে। প্রযুক্তিগত ভাবে জটিল এই বিশেষায়িত নৌযানটির অন্তর্ভুক্তি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার পাশাপাশি দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সক্ষমতারও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বলে মনে করা হচ্ছে।

গভীর সমুদ্র ডাইভিং ও জলের তলায় বিভিন্ন ধরনের অভিযানের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে আইএনএস নিপুণকে। জাহাজটি স্যাচুরেশন, এয়ার এবং হেলিওক্স ডাইভিং পরিচালনায় সহায়তা করতে সক্ষম। পাশাপাশি জলের তলায় পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের জন্য এতে রয়েছে

রিমোটলি অপারেটেড আন্ডারওয়াটার সিস্টেম। বিশেষায়িত ডাইভিং কমপ্লেক্স, ডায়নামিক পজিশনিং ব্যবস্থা এবং লাইফ-সাপোর্ট ও চিকিৎসা পরিকাঠামোর সাহায্যে দীর্ঘ সময় ধরে জটিল সমুদ্র অভিযান



চালানো সম্ভব হবে। আইএনএস নিপুণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা হল সাবমেরিন রেসকিউ অপারেশনে সহায়তা। এর ফলে জলের তলায় কোনও বিপর্যয়ে পড়া সাবমেরিনকে দ্রুত উদ্ধারের ক্ষেত্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরও বাড়বে। আইএনএস নিস্তারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিপুণ ডাইভিং, আন্ডারওয়াটার ইন্টারভেনশন, স্যালাভেজ এবং সাবমেরিন উদ্ধারের ক্ষেত্রে

নৌবাহিনীর বিশেষায়িত সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। জাহাজটির বিশেষ ভূমিকার প্রতিফলন রয়েছে তার প্রতিক ও মূলমন্ত্রেও। ‘ফার বিনিথ, ফিউ বিয়ন্ড’—এই মূলমন্ত্র গভীর সমুদ্রের মতো কঠিন

পরিবেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, দৃঢ়তা ও সহনশীলতার বার্তা বহন করে। নৌবাহিনীর প্রধান বলেন, আইএনএস নিপুণের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় নৌবাহিনী, হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড এবং দেশীয় শিল্প পরিকাঠামোর মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল। সমুদ্র পরীক্ষার সময় একটি মাত্র অভিযানে জাহাজটির সমস্ত ডাইভিং ব্যবস্থার

কার্যক্ষমতা সফল ভাবে প্রমাণিত হওয়াকে তিনি ভারতের প্রযুক্তিগত আত্মবিশ্বাস ও ইঞ্জিনিয়ারিং সক্ষমতার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেন। ক্রমশ প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠা সামুদ্রিক পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক জলপথে বাড়তে থাকা নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রেক্ষিতে নৌবাহিনীর কমব্যাট রেডিনেস সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে জানান নৌবাহিনী প্রধান। ওয়েস্টার্ন ন্যাভাল কমান্ডের অধীনে পশ্চিম উপকূলে মোতায়েন আইএনএস নিপুণ মাল্টি-ডোমেন অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত আন্ডারওয়াটার সক্ষমতায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হবে বলেও তিনি জানান।

বিশ্বের মাত্র কয়েকটি নৌবাহিনীর হাতে থাকা এই ধরনের বিশেষায়িত সক্ষমতার মাধ্যমে ভারতীয় নৌবাহিনী শুধু নিজেদের বিপদগ্রস্ত সাবমেরিন নয়, প্রয়োজনে অংশীদার দেশগুলির সাবমেরিন উদ্ধারে দ্রুত সাড়া দিতে পারবে। এর ফলে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভারত ‘প্রেফার্ড সাবমেরিন রেসকিউ পার্টনার’ হিসেবে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে। একই সঙ্গে জলের তলায় স্যালাভেজ এবং হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড ডিজাস্টার রিলিফ (এইচএডিআর) অভিযানেও জাহাজটি বিশেষ সহায়তা দিতে সক্ষম হবে।

কমিশনিং ক্রুদের উদ্দেশ্যে নৌবাহিনী প্রধান বলেন, তাঁরা শুধু একটি অত্যধুনিক জাহাজের দায়িত্বই গ্রহণ করছেন না, বরং এই জাহাজের কার্যক্ষমতা ও মনোবল গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তাঁদের উপর রয়েছে।

মোদী, পুটিন বৈঠকে জোর কৌশলগত অংশীদারীত্বেই

বিশ্বেশ্বর: সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-র ২৬তম শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে সোমবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চলতি বছরে দুই রাষ্ট্রনেতার এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। এর আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে নয়াদিগ্লিতে ২৩তম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে তাঁদের বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, মহাকাশ, পরিবহণ ও যাতায়াত এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা পর্যালোচনা করেন দুই নেতা। গত ২৪ অগস্ট মস্কোয় অনুষ্ঠিত ভারত-রাশিয়া আন্তঃসরকারি কমিশনের ২৭তম বৈঠকের ফলাফল নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে মতবিনিময় করেন মোদী ও পুতিন। বিশেষ করে ২০২৬ সালে ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকস-এর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। পশ্চিম এশিয়া ও কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের সংঘাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও দুই নেতা নিজেদের মতামত বিনিময় করেন। এই সংঘাতগুলি সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলেছে বলে বৈঠকে উল্লেখ করা হয়।

সংঘাতের সমাধানে সংলাপ ও কূটনীতিকেই এগিয়ে যাওয়ার পথ হিসেবে ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারত ও রাশিয়ার দীর্ঘদিনের বিশেষ ও

বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব যে স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে, বৈঠকে তা-ও গুরুত্ব পায়। দুই রাষ্ট্রনেতা এই অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা বজায় রাখার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন। প্রতিরক্ষা ও জ্বালানির মতো ঐতিহ্যগত ক্ষেত্রের পাশাপাশি মহাকাশ, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মতো নতুন ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে বৈঠকের আলোচনায় উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনকে স্বাগত জানানোর জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। ফলে বিশ্বেশ্বরের বৈঠকের পর আগামী মাসে ব্রিকস সম্মেলনের মধ্যেও ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে দুই দেশের নেতৃত্বের মধ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ভারত ও রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরেই ব্রিকসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাই ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকসের কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করে তোলা এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বৃহত্তর কাঠামোর সঙ্গেও যুক্ত। পশ্চিম এশিয়া ও কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের সংঘাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও দুই নেতা নিজেদের মতামত বিনিময় করেন। এই সংঘাতগুলি সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলেছে বলে বৈঠকে উল্লেখ করা হয়।

চতুর্থ ইন্দো-জার্মান পরিবেশ ফোরাম

নয়াদিগ্লি: পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভারত ও জার্মানির দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে মঙ্গলবার নয়াদিগ্লিতে বসছে চতুর্থ ইন্দো-জার্মান এনভায়রনমেন্ট ফোরাম। এবারের ফোরামের মূল ভাবনা ‘টুগেদার ফর মোর রেজিলিয়েন্স’। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং জার্মানির পরিবেশ, জলবায়ু সুরক্ষা, প্রকৃতি সংরক্ষণ ও পারমাণবিক নিরাপত্তা মন্ত্রী কার্স্টেন ষাইডার যৌথ ভাবে ফোরামের সভাপতিত্ব করবেন। ২০০৮ সাল থেকে আয়োজিত এই ফোরাম পরিবেশনীতি নিয়ে ভারত ও জার্মানির মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মঞ্চ। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক

এবং জার্মানির সংশ্লিষ্ট ফেডারেল মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক কমিটি অব জার্মান বিজনেস এবং ভারতীয় শিল্প সংগঠনগুলির সহযোগিতায় ফোরামটি আয়োজিত হচ্ছে।

পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরও গভীর করার পাশাপাশি পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বাস্তবভিত্তিক যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হবে। ফোরামের বিভিন্ন থিম্যাটিক সেশনে নিম্ন-কার্বন শিল্প, জলাভূমি, পাহাড় ও অরণ্যের জীববৈচিত্র্য, ব্যবসায়িক মডেল হিসেবে রিসোর্স এফিশিয়েন্সি ও সার্কুলার ইকোনমি এবং সাসটেনেবল ফাইন্যান্স, গ্রিন স্কিলস ও

বিনিয়োগ সংগঠিত করার মতো বিষয় উঠে আসবে। ফোরামে শুধু সরকারি আধিকারিকরাই নন, বেসরকারি শিল্পক্ষেত্র, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন। ফলে পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রয়োগ এবং নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হবে। ফোরামের আগে চলতি বছর জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য এবং সার্কুলার ইকোনমি নিয়ে গঠিত তিনটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বৈঠকগুলিতে ইতিমধ্যে হওয়া কাজের অগ্রগতি এবং দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

গ্রামের মানুষের হাতে কাজ তুলে দেওয়া ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিন ধরে এই দায়িত্ব পালন করেছে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট—এমজিএনআরইজিএস। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা তৈরিতে এই আইনের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সময় বদলেছে, গ্রামের অর্থনীতির চাহিদাও বদলেছে। ফলে প্রশ্ন উঠতেই পারে—শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের মজুরি-নির্ভর কর্মসংস্থান কি আজকের গ্রামীণ ভারতের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট? এই জায়গাতেই বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)—ভি-বি-জি রাম জি-র মতো নতুন কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। এখানে মূল পার্থক্যটি দৃষ্টিভঙ্গির। এমজিএনআরইজিএস -এর অন্যতম কেন্দ্র ছিল কাজের নিশ্চয়তা। ভি-বি-জি রাম জি-র লক্ষ্যকে যদি আরও বিস্তৃতভাবে দেখা হয়, তবে সেখানে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি জীবিকা, সম্পদ সৃষ্টি, গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনাগত ভূমিকা, প্রকল্পের সময়য় এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে একই কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা রয়েছে। অর্থাৎ, গ্রামের মানুষকে কেবল কাজ দেওয়া নয়, সেই কাজের মাধ্যমে এমন সম্পদ তৈরি করা, যা ভবিষ্যতেও গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে—এই ধারণাটিই বেশি কার্যকর হতে পারে। গ্রামীণ উন্নয়নের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাগুলির একটি হল বিচ্ছিন্নভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন। একটি প্রকল্প রাস্তা তৈরি করছে, অন্য একটি জল সংরক্ষণ করছে, আর একটি কৃষির সঙ্গে যুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করছে—কিন্তু সবকিছুর মধ্যে যদি পরিকল্পিত সময়য় না থাকে, তাহলে সরকারি ব্যয়ের পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না। ভি-বি-জি

রাম জি-তে বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যান (ভিজিপিপি)-এর মতো পরিকল্পনাভিত্তিক ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পকে সাজানোর সুযোগ বাড়ে। আর এখানেই পঞ্চায়েতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লি থেকে বসে একটি গ্রামের জলসমস্যা, কৃষির প্রয়োজন, রাস্তার অবস্থা কিংবা স্থানীয় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সবসময় সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। সেই তথ্য সবচেয়ে ভালো জানেন গ্রামের মানুষ এবং তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে শুধু প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি প্রশাসনিক স্তর হিসেবে না দেখে পরিকল্পনার সক্রিয় অংশীদার করে তোলা গেলে উন্নয়ন অনেক বেশি বাস্তবমুখী হতে পারে। তবে নতুন নাম বা নতুন আইন নিজে কোনও সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়। ভি-বি-জি রাম জি সতিই এমজিএনআরইজিএস-এর তুলনায় বেশি কার্যকর হয়ে উঠবে কি না, তা নির্ভর করবে বাস্তবায়নের উপর। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, সময়মতো মজুরি, স্বচ্ছতা, সামাজিক নিরীক্ষা, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং স্থানীয় প্রশাসনের দক্ষতা—এই মৌলিক বিষয়গুলিতে কোনও আপস করা চলবে না। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে যদি শুধুই মজুরি প্রদানের হিসাব হিসেবে দেখা হয়, তাহলে তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সীমিত থাকে। কিন্তু সেই শ্রমের বিনিময়ে যদি জল সংরক্ষণ, কৃষি-সহায়ক পরিকাঠামো, গ্রামীণ সম্পদ এবং টেকসই জীবিকার ভিত্তি তৈরি হয়, তাহলে একই সরকারি ব্যয় ভবিষ্যতে উৎপাদনশীল সম্পদে পরিণত হতে পারে। এটাই গ্রামীণ উন্নয়নের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার পথ। সঙ্গে আমাদের এই বিষয়টিকেও মাথায় রাখতে হবে, এই প্রকল্পে যে বরাদ্দ দেওয়া হবে, তা যেন কোনওভাবেই ভুলো হাতফেরতা হয়ে নেতাদের স্বরপিণ্ডের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

২৫ বছরের শোন জলবন্টন বিবাদ অবসানে চুক্তি সাক্ষর

নয়াদিিল্লি: প্রায় ২৫ বছর ধরে চলা সোন নদীর জলবন্টন সংক্রান্ত বিবাদের অবসান ঘটিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতায় পৌঁছল বিহার ও ঝাড়খণ্ড। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সহযোগিতামন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে দুই রাজ্যের মধ্যে সোন নদীর জল ভাগাভাগি নিয়ে একটি মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে দুই রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচের জল সরবরাহের পাশাপাশি মানুষের পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর পথও আরও সুগম হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোৱেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সন্মট চৌধুরী, কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সি আর পাটিল, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব এবং কেন্দ্র ও দুই রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা। অমিত শাহ বলেন, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মধ্যে এই চুক্তি পূর্ব ভারতের দীর্ঘদিনের একটি জলবিবাদের সমাধান করেছে। এর ফলে দুই রাজ্যের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকার লক্ষ লক্ষ কৃষক সেচের জলের সুবিধা পাবেন। একই সঙ্গে বহু মানুষের পানীয় জলের প্রয়োজনও মেটানো সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সমঝোতাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘টিম ভারত’ ভাবনা এবং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব পরিচয় ও স্বার্থ থাকলেও জাতীয় স্বার্থের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে সমস্ত রাজ্য যদি ‘টিম ভারত’ হিসেবে একসঙ্গে এগিয়ে আসে, তাহলে কোনও সমস্যার সমাধানই অসম্ভব নয়। আলোচনার মাধ্যমে এবং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার মনোভাব বজায় রেখে দীর্ঘদিনের জটিল সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। নতুন চুক্তির ফলে বিহারের ভোজপুর, বজ্জার, রোহতাস, কাইমুর, ঔরঙ্গাবাদ, অরওয়াল, গয়া এবং পাটনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচ ও পানীয় জলের জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের পালামৌ, গড়রা-সহ অন্যান্য অঞ্চলেও সেচ ও পানীয়

জলের জন্য জলের সুযোগ বাড়বে। অমিত শাহ জানান, আন্তঃরাজ্য জলবন্টন সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ইন্টার-স্টেট কাউন্সিল-এর মাধ্যমে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরেই আন্তঃরাজ্য জল ও জলসম্পদ সংক্রান্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হয়েছে বলে তিনি জানান। এর আগে ৭ জুলাই নর্মদা অ্যাওয়ার্ডের আওতাভুক্ত মহারাষ্ট্র, গুজরাত, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বকেয়া অর্থপ্রদানের বিষয়টি নিষ্পত্তিতে চুক্তি হয়েছিল। সারাদার সরোরার প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ভাগাভাগি সংক্রান্ত বকেয়া এককালীন নিষ্পত্তির মাধ্যমে মেটানোর পথ তৈরি হয়। ২৯ জুন রাজস্থান ও হরিয়ানার মধ্যে যমুনা ওয়াটার প্রজেক্ট নির্মাণ ও বাস্তবায়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়েছিল। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে যমুনা খাল থেকে প্রায় ৫৮০ এমসিএম জল তিনটি ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে রাজস্থানে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে রাজস্থানের শুষ্ক ও কম বৃষ্টিপাতগ্রবণ এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়া ১৬ জুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দীর্ঘদিনের কিশাউ মাল্টিপারপাস ড্যাম প্রজেক্ট নিয়েও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে একমত তৈরি হয়েছিল। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও রাজস্থান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এমওইউ-তে সম্মত হয়। প্রকল্পের জল-সংক্রান্ত অংশে কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ শতাংশ অর্থ সহায়তা দেবে এবং বাকি ১০ শতাংশ বহন করবে সংশ্লিষ্ট হয় রাজ্য। বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মধ্যে সোন নদীর জলবন্টন চুক্তি সেই ধারাবাহিকতায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটিয়ে জলসম্পদের যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং পানীয় জলের ক্ষেত্রে দুই রাজ্যের মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার বাস্তব প্রয়োগ হিসেবেও এই চুক্তিকে দেখা হচ্ছে।

ফের উত্তপ্ত হরমুজ

ওয়াশিংটন: প্রায় এক মাস পর ফের আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনায় পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে আরও হামলার ইঁশিয়ারি দিয়েছেন। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে সামরিক সংঘাতের বদলে যে লড়াই মূলত অর্থনৈতিক চাপ ও নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল, তা ফের সরাসরি সংঘাতের দিকে গড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার ইরানের লারাক দ্বীপে মার্কিন হামলার পর রাতে ইরান জর্ডানে অবস্থিত দুটি মার্কিন বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। ওয়াশিংটনের দাবি, লারাক দ্বীপে ইরানের এমন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছিল, যেগুলি হরমুজ প্রণালিতে মাইন পেতে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ট্রাম্পের বক্তব্য, ইরানের হামলার জবাব দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, ইরানের ছোড়া যে সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারত, মার্কিন বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেগুলি প্রতিহত করেছে। মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞারও ইরানের অর্থনীতির উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। অন্যদিকে, ইরানের এক শীর্ষ সূত্র পাল্টা জানিয়েছে, সাম্প্রতিক হামলা-পাল্টা হামলা ছিল ‘সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষ’। তবে ভবিষ্যতে ইরানের উপর ফের হামলা হলে তার কঠোর জবাব দেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে তেহরান। এর মধ্যেই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে ট্রাম্পের সামাজিক মাধ্যমে করা একটি পোস্ট। সেখানে ইরানের প্রধান তেল রফতানি কেন্দ্র খার্গ দ্বীপে ব্যাপক বিস্ফোরণের দুটি ভিডিও প্রকাশ করে তিনি দাবি করেন, দ্বীপটি ধ্বংস করে দেওয়া

হয়েছে। পরে জানা যায়, ভিডিওগুলি এআই -নির্মিত এবং খার্গ দ্বীপে এমন কোনও হামলা হয়নি। ইরান বিষয়টিকে হাস্যকর বলে মন্তব্য করেছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স অবশ্য জানিয়েছেন, ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে ‘বার্তা পাঠাচ্ছিলেন’। এখনও পর্যন্ত ইরানের গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস পরিকাঠামোয় সরাসরি বড় আকারের হামলা চালানো থেকে ওয়াশিংটন মূলত বিরত রয়েছে। কারণ, ইরান আগেই সতর্ক করেছে যে তার জ্বালানি পরিকাঠামোয় হামলা হলে উপসাগরীয় দেশগুলির বিরুদ্ধেও ব্যাপক আক্রমণ চালানো হতে পারে। সামরিক চাপের পাশাপাশি ইরানের উপর অর্থনৈতিক চাপও বাড়াচ্ছে আমেরিকা। বিশেষ করে ‘সেকেন্ডারি স্যাংশনস’-এর মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে তেল বাণিজ্য করা তৃতীয় দেশ ও সংস্থাগুলিকেও মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের দাবি, ইরানের অর্থনীতির উপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব পড়ায় তেহরান এখন সামরিকভাবে পাল্টা আঘাতের পথ বেছে নিচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, অর্থনৈতিকভাবে চাপের মুখে পড়েই ইরান ‘কাইনেটিক’ বা সামরিক প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। বেসেন্ট আরও জানিয়েছেন, ইরানের উপর চাপ বাড়াতে আগামী দিনগুলিতে ধারাবাহিকভাবে নতুন সেকেন্ডারি স্যাংশনস জারি করা হতে পারে। প্রাথমিকভাবে ব্যাঙ্কগুলিকে এর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমান উত্তেজনার কেন্দ্রে রয়েছে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি। বিশ্বে অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস পরিবহণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সাধারণত এই জলপথ দিয়ে চলাচল করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রণালিটি কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। রবিবার লারাক দ্বীপে মার্কিন

হামলার কারণ হিসেবে ওয়াশিংটন জানিয়েছে, ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসের বাহিনী হরমুজ প্রণালিতে সমুদ্র মাইন স্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের দাবি, এই সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় ‘সীমিত ও নির্ভুল’ হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের সংবাদমাধ্যম অবশ্য দাবি করেছে, প্রণালির দক্ষিণাংশে একটি সুপারট্যাঙ্কার দুটি নৌমাইনে আঘাত পেয়ে আগুন ধরে যাওয়ার পর সেটি থেমে যায়। মার্কিন সেনা পরে এই দাবি অস্বীকার করেছে। সামরিক উত্তেজনা ফের বাড়লেও সংঘাতের কূটনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে সংঘাতের সমাধানের পক্ষে ইরানের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।পেজেশকিয়ানের বক্তব্য, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ইরান, গোটা অঞ্চল কিংবা মানবতার কারণে স্বার্থেই নয়। আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজার প্রয়োজনীয়তার কথাই তিনি তুলে ধরেছেন। এদিকে, কয়েক মাস ধরে চলা সংঘাতে আমেরিকার ঘোষিত লক্ষ্য—ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ভেঙে দেওয়া, আঞ্চলিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ইরানের সামরিক সক্ষমতা সীমিত করা এবং ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পরিবেশ তৈরি করা—কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ফলে একদিকে হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে সামরিক উত্তেজনা, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং একই সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা—এই তিনটি সমান্তরাল গতিপথই এখন ইরান-আমেরিকা সংঘাতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই দাবি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।

দেশজুড়ে পঞ্চ সম্মেলনে সাড়া

নয়াদিিল্লি: গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ভিক্তিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)—ভি-বি-জি র্যাম জি (ভিক্তিত ভারত-জি র্যাম জি) আইন, ২০২৫-এর কার্যকর বাস্তবায়ন এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে দেশজুড়ে ‘পঞ্চ সম্মেলন’-এর আয়োজন করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১,৩৩৮টি পঞ্চ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনগুলিতে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আধিকারিক ও কর্মী মিলিয়ে ৫.২৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হল পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের তিনটি স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীদের নতুন আইনের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাঁদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা। এখনও পর্যন্ত ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নির্ধারিত পঞ্চ সম্মেলন সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাত, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, পাঞ্জাব, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গানা, ত্রিপুরা, উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পুদুচেরি। কেন্দ্রের বক্তব্য, পঞ্চ সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ গ্রামীণ উন্নয়ন, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা এবং তৃণমূল স্তরের প্রশাসনে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রতিফলন। বেশ কয়েকটি রাজ্য সম্মেলনের পরিধি আরও বাড়াতে অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। গুজরাত, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্তরের পাশাপাশি অন্যান্য প্রশাসনিক স্তরেও সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এর ফলে আরও বেশি সংখ্যক পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিনিধি ও কর্মীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে বলে কেন্দ্র জানিয়েছে।

চলবে উজবেকিস্তানে

প্রথম পাতার বাকি অংশ
ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) এবং উজবেকিস্তানের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব উজবেকিস্তান (সিবিইউ)-এর প্রয়োজনীয় অনুমোদনও পাওয়া হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় উজবেকিস্তানের খুচরো ব্যবসা, হসপিটালিটি এবং বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রে ইউজেডকিউআর ব্যবস্থার মাধ্যমে ইউপিআই ব্যবহারকারীদের প্রায় সর্বব্যাপী মার্চেন্ট গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে। ফলে ভারতীয় পর্যটক বা ব্যবসায়িক ভ্রমণকারীদের সঙ্গে নগদ অর্থ বহন কিংবা আন্তর্জাতিক কার্ডের উপর নির্ভরতার প্রয়োজন কমবে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকেই সরাসরি পার্সন-টু-মার্চেন্ট (পি২এম) পেমেন্ট করার সুযোগ থাকবে। এর ফলে বিদেশে লেনদেনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়জনিত অতিরিক্ত খরচ বা জটিলতা কমানোর সম্ভাবনাও তৈরি হবে। ভারতীয় পড়ুয়ারাও উজবেকিস্তানে দৈনন্দিন জীবিকা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রতিফলন। বেশ কয়েকটি রাজ্য সম্মেলনের পরিধি আরও বাড়াতে অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। গুজরাত, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্তরের পাশাপাশি অন্যান্য প্রশাসনিক স্তরেও সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এর ফলে আরও বেশি সংখ্যক পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিনিধি ও কর্মীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে বলে কেন্দ্র জানিয়েছে।

ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারবেন। দু’দেশের মধ্যে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির দিক থেকেও এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ভারত ও উজবেকিস্তানের বৃহত্তর কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও এই ডিজিটাল পেমেন্ট সংযোগ ভূমিকা রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউপিআইয়ের সম্প্রসারণ ইতিমধ্যেই একাধিক দেশে হয়েছে। বর্তমানে সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ফ্রান্স, মরিশাস, নেপাল, ভুটান, কাতার, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া এবং গ্রিসে ইউপিআই গ্রহণযোগ্য। উজবেকিস্তানে ইউজেডকিউআর-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ফলে বিদেশে ভারতীয় ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার ব্যবহার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পৌঁছবে। এর ফলে একদিকে যেমন দেশীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে, তেমনই ডলার ইনফ্লোও বাড়বে বলেই অভিমত অর্থনীতির বিশেষজ্ঞদের।



হাড়কিণ্টে মামা...